কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সিএসই বিভাগের সব শিক্ষকের পদত্যাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবন বরাদ্দ নিয়ে চলমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ১৫ জন শিক্ষক সবাই পদত্যাগ করেছেন। গতকাল শনিবার দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বরাবর তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন। এ ছাড়া ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন শিক্ষক আজ রবিবার পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন বিভাগের সভাপতি। রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক সিএসই বিভাগের ১৫ জন শিক্ষকের পদত্যাগপত্র হাতে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

'ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ভবন' নিয়ে বর্তমান সংকটের প্রেক্ষাপটে গতকাল বিকেলে সিএসই বিভাগের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'ভবন বরাদ্দ ও হস্তান্তর নিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের মাঝে সৃষ্ট সংকট সমাধানের জন্য গত ৩০ তারিখে সিন্ডিকেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সিএসই বিভাগের সব শিক্ষক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন।'

সংকট সমাধানে সিএসই বিভাগের শিক্ষকরা দুই দফা দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৪১ হাজার বর্গফুট জায়গা হস্তান্তর করে ক্লাসরুম ও ল্যাবের সংকট সমাধান করতে হবে এবং বিভাগের শিক্ষকদের নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল রেখে ও সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই দাবিতে তাঁরা গতকাল সকাল ৯টায় কালো ব্যাচ ধারণ, ১১টায় শপথ গ্রহণ ও অনশন, দুপুর ১টায় মৌন মিছিল, সন্ধ্যায় জাগরণী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কর্মসূচি পালন করেন। একই দাবিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী সিএসই বিভাগের সামনে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে আমরণ অনশনে আছে।

গণপদত্যাগের বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন বলেন, 'বিভাগের সব শিক্ষকই পদত্যাগ করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। শিক্ষকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পদত্যাগপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিয়েছি।'

ভূতাত্ত্বিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাজেদা ইসলাম বলেন, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জরুরি বিভাগীয় সভায় উপস্থিত শিক্ষকরা গণপদত্যাগ এবং সব শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, 'গতকাল অফিসের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় আজ শিক্ষকরা পদত্যাগপত্র জমা দেবেন।

'জায়গা বণ্টন সুপারিশ কমিটি'র সদস্য অধ্যাপক রাশেদা আখতার বলেন, 'সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে এবং ভবনগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং প্রতিটি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে আমরা সংকট নিরসনের চেষ্টা করেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'আমরা যেমন চাই না কেউ চাকরি ছেড়ে দিক, তেমনি আমরা চাই না শিক্ষা গবেষণার কাজে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটুক। সবাই সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে ফিরে যাবেন এটাই প্রত্যাশা।'